দৈনিক
ইত্তেফাক

29 JUN 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা ■ ড. মোহাম্মাদ আবুল হাসনাত

বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার মানোন্নয়ন ও গবেষকদের মর্যাদা

গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার মানোন্নয়নে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন, আগের তুলনায় আর্থিক বরাদ্দ অনেক বেড়েছে। তারপরও আশানুরূপ মানসম্মত রিসার্চ পেপার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে না। মানসম্মত গবেষণা বলতে গবেষণার ফল স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশই প্রধান মাপকাঠি। গবেষণাকর্ম ৪টি ধাপে বিভক্ত— ১. পরিকল্পনা করা এবং সেই জন্য তথ্য অনুসন্ধান করা; ২. রিসার্চ ফান্ড জোগাড় করা; ৩. গবেষণা করা এবং ৪. গবেষণাকর্ম জার্নালে প্রকাশ করা। রিসার্চ ফান্ড পেতে একজন গবেষক যতটা উৎসাহী, অনেক সময় দেখা যায়, মানসম্মত গবেষণা করতে তিনি ততটা আগ্রহী হন না। এর কারণ রিসার্চ ফান্ড পেলে একজন গবেষক কিছু সম্মানী পান, কিন্তু গবেষণা করলে আমাদের দেশে তেমন কিছু মিলে না। অথচ এর মূল উদ্দেশ্যই হল মানসম্মত গবেষণা করা।

মানসম্মত গবেষণা করার জন্য একজন গবেষককে অনেক অনেক মেধা আর সময় ব্যয় করতে হয়। এখানে অনেকে 'শিক্ষকতা' আর 'গবেষণা'কে এক করে ফেলতে পারেন। শিক্ষকতা ৮টা থেকে ৫টা'র মধ্যে করা যায়, কিন্তু গবেষণা কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। উন্নতবিশ্বে গবেষণাকর্মকে বিশেষ নজর দিতে গিয়ে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট শিক্ষাব্যবস্থাকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আলাদা করা হয়েছে। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা ব্যবস্থায় গবেষণা করাই প্রধান কাজ। এই পেশায় টিকে থাকতে হলে গবেষকদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে গবেষণার ফলাফল নিয়মিত অবহিত করতে হয়। বিনিময়ে তারা পান রাষ্ট্রের প্রথম শ্রেণির সকল সুযোগ সুবিধাদি। আমাদের দেশে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট সবই পরিচালনা করেন একই শিক্ষক। ফলে আমাদের দেশে গবেষণা করা সহজ কাজ নয়। এখানে গবেষকরা পদোন্নতির জন্য কিছু গবেষণা করেন বটে কিন্তু যেহেতু গবেষণা করলে তেমন কিছু সুবিধাদি মিলে না তাই অধিকাংশ সময় একজন গবেষক, সর্বোচ্চ পদে (যেমন অধ্যাপক) আসীন হওয়ার পর শিক্ষকতার কাজটি রেখে গবেষণার কাজ ছেড়ে দেন। কারণ যেই কাজের মূল্যায়ন নেই সেই কাজ করে কি লাভ?

বর্তমানে গবেষকদের মূল্যায়নের জন্যে কিছু অ্যাওয়ার্ডের প্রচলন আছে। প্রতি বিভাগে একজনকে এইসব পুরস্কার দেয়া হয়। একবার ইউজিসি অ্যাওয়ার্ড পেলে আবার পেতে হলে চার বছর অপেক্ষা করতে হয়। এখানেই শেষ নয়। ইউজিসি ফান্ডের অধীনে আর্টিকেল প্রকাশ করলে ১০০০ (এক হাজার) টাকা দেয়া হয় পুরস্কার হিসাবে। অথচ একটি গবেষণাভিত্তিক লেখা এবং এডিটিং-এর কাজ করতে সময় লাগে আর্টিকেল প্রতি ২৫০-৩০০ ঘণ্টা। যদি একটা আর্টিকেলে পাঁচজন লেখক থাকে তাহলে প্রতিজন পাবেন মাত্র ২০০ টাকা করে!

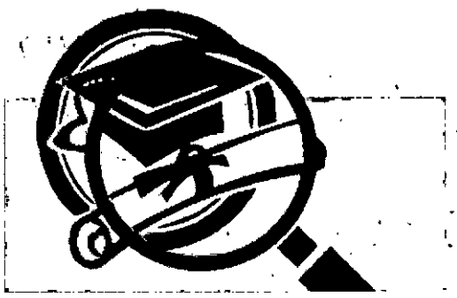

একটা গবেষণা পেপার করতে গিয়ে গবেষককে বঞ্চিত হতে হয় পরিবারের সদস্যদের সান্নিধ্য। সহ্য করতে হয় অসীম প্রতিকূলতা। এই লেখকের সেই বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে।

এই সমস্যার সমাধান মালয়েশিয়া এবং সৌদি আরব যেভাবে করেছে আমরাও কি সেভাবে করতে পারি না? মালয়েশিয়াতে অধ্যাপকদের ৪টি গ্রেড আছে। এইসব পদে উন্নতির জন্য একজন অধ্যাপকের একাডেমিক ইতিহাস (মানসম্মত আর্টিকেল সংখ্যা, ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর, আর্টিকেলের সাইটেশন সংখ্যা, এমএস/ পিএইচডি ছাত্র তত্ত্বাবধান সংখ্যা ইত্যাদি) মূল্যায়ন করা হয়। এভাবে গবেষকদের/শিক্ষকদের কেপিআই (key performance index) মূল্যায়ন করা হয়। একজন গবেষকের কেপিআই যখন একটা মানে পৌঁছায় তখনই তাকে একটা সম্মানিত পদে উন্নীত করা হয়। বিষয়টা স্বয়ংক্রিয়, কোনো সুপারিশের দরকার হয় না, দরকার হয় না কোনো দেন দরবারের। এখানে 'সময় পার' করার জন্য কোনো সিনিওরিটি দেয়া হয় না। অর্থাৎ অযথা সময় ব্যয়কারী একজন প্রফেসরের জন্য সরকার আলাদা কোনো সুবিধা দেয় না। যোগ্যতা অর্জনই পদ পাওয়ার একমাত্র মাপকাঠি।

বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার পাওয়ার কারণে গবেষকগণ/সাধারণ প্রফেসরগণ নিজ নিজ কেপিআই বাড়ানোর জন্য সর্বদা একাডেমিক কাজে ব্যস্ত থাকেন। মালয়েশিয়ান সরকার একটি আর্টিকেলের ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টরের মান অনুযায়ী আর্টিকেল প্রতি ৫০-৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত পুরস্কার দিয়ে থাকে। সৌদি আরব ক্ষেত্র বিশেষে আর্টিকেল প্রতি কয়েক লাখ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার দিয়ে থাকে। আমাদের দেশে কি এই সব নিয়ম চালু করা যায় না? যদি প্রতি বৎসর মানসম্মত ২৫০ টি আর্টিকেল আমাদের দেশ থেকে প্রকাশিত হয় তাহলে সরকারের ব্যয় হবে বার্ষিক এক কোটি টাকা মাত্র উচ্চ কেপিআই প্রফেসরদের জন্য ব্যয় হতে পারে আরও ৪-৫ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে ধরে নিচ্ছি এই বাবদ বার্ষিক ১০ কোটি টাকা ব্যয় হবে; এটা কি তিন লাখ কোটি টাকার বাজেটের দেশের জন্য খুব বেশি টাকা? এই টাকা যদি সরকার ব্যয় করে তাহলে আমার বিশ্বাস বিনিয়োগের তুলনায় লাভ বেশি হবে। যেমন ১. গবেষকগণ রিসার্চ ফান্ডের টাকা সঠিকভাবে ব্যয় করতে মনোযোগী হবেন; ২. যারা এই ফান্ড পেয়েও গবেষণা করছেন তারাও কাজের স্বীকৃতি পাবেন, ফলে কাজে আসবে গতিশীলতা; ৩. শিক্ষকগণ অপ্রয়োজনীয় রাজনীতি ছেড়ে গবেষণায় মনযোগী হবেন ফলে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে, ফলে ক্যাম্পাসভিত্তিক অস্থিরতা অনেকটাই দূর হবে; ৪. বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কেউ কেউ (ক্লাসের সময় বাদ দিয়ে) ক্যাম্পাসে অনুপস্থিত থাকেন, ফলে ছাত্ররা বঞ্চিত হয়—এই সমস্যা সহজেই দূর হবে; ৫. বিদেশে আমাদের ছাত্র/গবেষকগণ আরও বেশি বেশি বৃত্তি পাবে, বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা বাড়বে; ৬. পাওয়া যাবে নতুন নতুন প্রযুক্তি, এগিয়ে যাবে দেশ, ইত্যাদি। এতে করে সবচেয়ে বড় লাভ যেটি হবে তা হলো বিশ্বে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র‍্যাঙ্কিং উন্নত হবে, যা সামগ্রিকভাবে দেশেরই সম্মান বয়ে আনবে।

● লেখক : অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, শাবিপ্রবি, সিলেট
mahtazim@yahoo.com, mah-che@sust.edu